

তাবিজাত

দ্বিতীয় ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল
হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহসুফী আলহাজ্জ
হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ,
ফকিহ শাহসুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন
কর্তৃক

বশিরহাট “নবনুর কম্পিউটার ও প্রেস” হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(ষষ্ঠদশ মুদ্রণ সন ১৪২২)

মুদ্রণ মূল্য- ৩০ টাকা মাত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। জ্বেন, ভূত ও প্রেতাদির তদ্বীর	১
২। ঐ তাবিজ	২
৩। ঐ তাবিজ	২
৪। ঐ তাবিজ	৩
৫। ঐ নাকে, ধূম প্রয়োগ সম্বন্ধে তদ্বীর	৪
৬। ঐ তাবিজ ছড়ি মারিবার তদ্বীর	৪
৭। ঐ তাবিজ তেল পড়া	৪
৮। ঐ তাবিজ তেল পড়া	৪
৯। ডালিমের শাখা দিয়া ঝাড়াইবার তদ্বীর	৫
১০। ঐ পানি পড়া	৫
১১। ঐ কানে ফুক দেওয়া	৫
১২। ঐ কানে ফুক দেওয়া	৫
১৩। ঐ কানে ফুক দেওয়া	৬
১৪। ঐ জ্বেন গ্রন্থ অচেতন রোগীর চেতনা লাভের তদ্বীর	৬
১৫। জ্বেনের যাতায়াত স্থল বন্ধ করার তদ্বীর	৬
১৬। জ্বেন কর্তৃক ঢিল নিবারণের তদ্বীর	৬
১৭। জ্বেনের আছর হইতে ঘর বন্ধ করার তদ্বীর	৬
১৮। জ্বেনের আছর হইতে ঘর বন্ধ করার ২য় তদ্বীর	৭
১৯। জ্বেন গ্রন্থ অচেতন রোগীর চেতনা লাভের তদ্বীর	৭
২০। হেরজে আবুদজানা	৮
২১। জ্বেনগ্রন্থ রোগীর বিষয়ে কন্মল পড়া	৯
২২। জ্বেনগ্রন্থ রোগীর গায়ে ফুক দেওয়ার তদ্বীর	১০
২৩। ঐ তাবিজ ধুইয়া খাওয়ার তদ্বীর	১০
২৪। ঘর বন্ধ করার তদ্বীর	১০
২৫। হৃদ কম্পন (হাওলদেল) নিবারণের তদ্বীর	১০

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৬। লোকানের খরিন বিক্রম বেশী হওয়ার তদ্বীৰ	১১
২৭। নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির তদ্বীৰ	১২
২৮। শত্রুকে বধ করার তদ্বীৰ	১২
২৯। পুত্ৰবহুত্বানি বিবয়ের তদ্বীৰ	১৩
৩০। বহু প্রহাব খোলাসা হইবার তদ্বীৰ	১৪
৩১। ত্রীলোকেশবহুর অস্তুর দুহু কম হইলে তাঁহা নিবারণের তদ্বীৰ	১৫
৩২। পক্ষাঘাত রোগের তদ্বীৰ	১৬
৩৩। স্বামী ত্রী বাধা হইবার তদ্বীৰ	১৬
৩৪। শত্রুর ভয় হইতে রক্ত পাতয়ার তদ্বীৰ	১৭
৩৫। হজরত নবী (সঃ) এর জেহাদে লাভের তদ্বীৰ	১৭
৩৬। জেল হইতে মুক্তি পাওয়ার তদ্বীৰ	১৭-১৮
৩৭। গর্ভকালীন ভয় নিবারণের তদ্বীৰ	১৮
৩৮। সর্প দংশনের তদ্বীৰ	১৯
৩৯। ঘরে সর্প থাকার তদ্বীৰ	১৯
৪০। সর্প অঙ্ক করার তদ্বীৰ	১৯
৪১। মশক নিবারণের তদ্বীৰ	২০
৪২। পলাতক লোক বা জন্তু আনারন করার তদ্বীৰ	২০-২২
৪৩। হারানো বস্তু পাওয়ার তদ্বীৰ	২২-২৩
৪৪। এন্তেখারা	২৩
৪৫। এন্তেখারার নিয়ম	২৩-২৪
৪৬। ন্যায্য মোকদ্দমাতে জয়লাভের তদ্বীৰ	২৪-২৬
৪৭। খতমে কাসেরিয়া	২৬-২৭
৪৮। বৃষ্টি বন্ধ করার তদ্বীৰ	২৮
৪৯। জাদু টোনা দফার তদ্বীৰ	২৮-৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫০। বসন্ত রোগের তদ্বীর	৩০-৩১
৫১। ফোড়া ক্রণের তদ্বীর	৩১
৫২। ততনং আয়াত	৩১-৩৬
৫৩। নাস্বিকার রক্ত্র্রাব বন্ধ হওয়ার তদ্বীর	৩৬-৩৭
৫৪। আয়াতে কোতব	৩৭-৩৮
৫৫। চেহেল কাফ	৩৮
৫৬। স্বামী স্ত্রী মিলন হইবার তদ্বীর	৩৯
৫৭। বিচ্ছেদ ঘটাইবার তদ্বীর	৩৯-৪০
৫৮। পালাজুরের তদ্বীর	৪০-৪১
৫৯। স্মরণশক্তি বুঝিবার শক্তি বেশি হওয়ার তদ্বীর	৪৪
৬০। অশ্বরোগের তদ্বীর	৪১
৬১। জ্বেন দ্বৈত দফার তদ্বীর	৪২-৪৩
৬২। প্রস্বাবের জ্বালা নিবারণের তদ্বীর	৪৩
৬৩। রক্ত্র্র আমাশয় ও আমাশার তদ্বীর	৪৩-৪৪
৬৪। ধাতু নির্গত হওয়ার তদ্বীর	৪৪
৬৫। মূত্র থলির দুর্বলতার তদ্বীর	৪৪
৬৬। পিত্তদোষে বিছানায় প্রস্বাব করিলে উহার তদ্বীর	৪৪
৬৭। বহুমূত্রের ঔষধ	৪৪
৬৮। পাগলা কুকুর ও শৃগালে কামড়ানের তদ্বীর	৪৪



الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله
سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين

ফুরফুরার জনাব পীর ছাহেব কেবলা (রহঃ) ও অন্যান্য
পীরগণের পরীক্ষিত

তাবিজাত

দ্বিতীয় ভাগ

১। জ্বেনের তদ্বীর

(১) প্রথমে নিম্নোক্ত তাবিজ জ্বেন দৈত্য-গ্রস্ত রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে—

اعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة وعين لامة

تحصنت الف الف لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ☆

(২) নিম্নোক্ত তাবিজ ডাহিন হাতে বাঁধিয়া দিবে;—

بسم الله الرحمن الرحيم

غفور رحيم	ان الله	استغفر الله
انه استمع	الى	قل اوحى
لا يحب	من الجن	نفر
الله الجهر		

(৩) নিম্নোক্ত তাবিজ তাহার গলায় বাঁধিবে, যেন বুকের বরাবর থাকে—

لا اله الا الله خالصا مخلصا- لا اله الا الله صادقا مصدقا- لا اله
الا الله حقا حقا- لا اله الا الله ابدا ابدا- لا اله الا الله محمد
رسول الله صلى الله على خير خلقه محمد و اله اجمعين
برحمتك يا ارحم الراحمين ☆

২ নং

নিম্নোক্ত তাবিজ জ্বেন ভূতগ্রস্ত রোগীর গলায় বাঁধিবে—

واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون
بالآخرة حجابا مستورا ۝ وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي
آذانهم وقرا ۝ واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على
أعدابهم نفورا ☆

৩ নং

জ্বেন দৈত্য গ্রস্ত রোগীর গলায় নিম্নোক্ত তাবিজ বাঁধিয়া দিবে—

بسم الله الرحمن الرحيم ☆ قل يا ايها الكافرون ۝ لا اعبد
ما تعبدون ۝ ولا انتم عابدون ما اعبد ۝ ولا انا عابد ما عبدتم ۝ و
لا انتم عابدون ما اعبد ۝ لكم دينكم ولي دين ☆

بسم الله الرحمن الرحيم ☆ قل هو الله احد ج الله الصمد ج

لم يلد ۞ ولم يولد ۞ ولم يكن له كفوا احد ۞

بسم الله الرحمن الرحيم ☆ قل اعوذ برب الفلق ۞ من شر

ما خلق ۞ ومن شر غاسق اذا وقب ۞ ومن شر النفاث في العقد ۞
ومن شر حاسد اذا حسد ۞

২৮৬			২৮৬		
২৮৬৬	২৮১২	২৮২৩	৬	২	২
২৮২৩	২৮২১	২৮১৭	১	৫	৭
২৮১৮	২৮২৫	২৮৬০	২	৩	৮

لا اله الا الله محمد رسول الله ☆

الهى بحرمه حضرت على رض حضرت عمر رض حضرت

ابوبكر رض حضرت عثمان رض ☆

بسم الله الرحمن الرحيم ☆ اعوذ بكلمات الله التامة

من شر كل شيطان وهامة وعين لامة تحصنت بحصن الف

الف لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ☆

৪ নং

এক দমে ৭ বার ছুরা নাছ ও দ্বিতীয় দমে ৭ বার ছুরা ফালাক পড়িয়া সাদা

কাগজের উপর ফুক দিবে, তৎপরে উক্ত কাগজ পলিতার ন্যায় জড়াইয়া আঙুলে জ্বলাইয়া সেই ধোঁয়া জ্বেনগ্রস্ত রোগীর নাকে দিবে, ইহাতে রোগী অস্থির হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বেন দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ ভাবে ধোঁয়া দিতে থাকিবে।

৫ নং

দেড় হস্ত পরিমাণ ডালিমের শাখার উপর—

انهم يكيّدون كيّدًا و اكيّد كيّدًا فمهل الكافرين امهلهم رويدا ☆

“ইনাছম ইয়াকিদুনা কায়দাঁও অ-আকিদো কায়দা, ফা-মাহহেলেল কাফেরিনা আমহেলহোম রোয়ায়দা” ২১ বার পড়িয়া ফুক দিবে। যদি জ্বেন সহজে পলায়ন না করে, তবে উক্ত ডাল দ্বারা রোগীকে ভালরূপে প্রহার করিবে, ইহাতে জ্বেন পলায়ন করিবে। প্রকাশ থাকে যে, উক্তরূপ প্রহারে রোগীর যেন কোন ক্ষতি না হয়।

৬ নং

সরিষার তৈলে চেহেলকাফ ৩ বার পড়িয়া ফুক দিয়া জ্বেনগ্রস্ত রোগীর দুই কর্ণে ঢালিয়া দিয়া সজোরে অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণদ্বয় বন্ধ করিয়া ধরিবে, রোগী ছটফট করিলেও জ্বেন দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত অঙ্গুলি তুলিয়া লইবে না। তৎপরে উক্ত তৈল সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত রোজ রোজ সমস্ত শরীরে মালিশ করিবে।

৭ নং

তাসের পাত্রে সরিষার তৈল ঢালিয়া উহার উপর ১৪ বার ‘আয়াতে কোতব’ পড়িয়া প্রত্যেকবারে ফুক দিবে এবং জ্বেনগ্রস্ত রোগীর সমস্ত শরীরে মালিশ করিবে, একজন লোক নিদিষ্ট সময়ে বারবার মালিশ করিতে থাকিবে, উক্ত তৈলে হাত ডুবাইয়া দিবে না এবং মৃত্তিকায় রাখিবে না, ইহাতে জ্বেন দফা হইয়া যাইবে।

৮ নং

ডালিমের শাখার উপর ৩ বার নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুক দিয়া জ্বেনগ্রস্ত রোগীকে প্রহার করিবে;—

إِنَّ السَّيِّئِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ

جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝

৯ নং

১০১ যা ফহার সহ আয়তোল কুরছি ৭ বার, ও ইয়া কাহহারো ১০১ বার পানিতে পড়িয়া ফুক দিয়া উক্ত রোগীকে পান করাইবে।

১০ নং

জেনগ্রস্ত রোগীর বাম কর্ণে ৭ বার নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুক দিবে,—

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ۝

অলাকাদ ফাতান্না ছেলায়মানা অ-আলকায়না আলা কুর-ছিয়িহি জাহাদান ছুয়া আনাব।

১১ নং

জেনগ্রস্ত রোগীর কর্ণে ৭ বার আজান, ছুরা ফাতেহা, ছুরা ফালাক, ছুরা নাছ, আয়তোল কুরছি, ছুরা তারেক এক একবার ছুরা হাশরের শেষ কর্তব্যক আয়াত ও ছুরা ছাফাত সম্পূর্ণ পড়িয়া ফুক দিবে, ইহাতে জেন শয়তান জুলিয়া যাইবে।

১২ নং

জেনগ্রস্ত রোগীর কর্ণে নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুক দিবে,—

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ فَصَلَّى اللَّهُ

الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ

اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۝ فَأَنَّمَا جِسْمُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۝ إِنَّهُ

لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ ۝ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۝

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ

جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝

৯ নং

১০১ যা ফহার সহ আয়তোল কুরছি ৭ বার, ও ইয়া কাহহারো ১০১ বার পানিতে পড়িয়া ফুক দিয়া উক্ত রোগীকে পান করাইবে।

১০ নং

জ্বেনগ্রস্ত রোগীর বাম কর্ণে ৭ বার নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুক দিবে;—

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ۝

অলাকাদ ফাতানা ছোলায়মানা অ-আলকায়না আলা কুর-ছিয়িহি জাহাদান
ছুম্মা আনাব।

১১ নং

জ্বেনগ্রস্ত রোগীর কর্ণে ৭ বার আজান, ছুরা ফাতেহা, ছুরা ফালাক, ছুরা নাছ, আয়তোল কুরছি, ছুরা তারেক এক একবার ছুরা হাশরের শেষ কয়েক আয়াত ও ছুরা ছাফাত সম্পূর্ণ পড়িয়া ফুক দিবে, ইহাতে জ্বেন শয়তান জুলিয়া যাইবে।

১২ নং

জ্বেনগ্রস্ত রোগীর কর্ণে নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুক দিবে;—

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ فَتَعَالَى اللَّهُ

الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ

اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لَا فَإِنَّمَا جِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ

لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۝

১৩ নং

ছুরা ফাতেহা, আয়তোল কুরছি ও ছুরা জ্বেনের প্রথম পাঁচ আয়াত **الله** 'শাতাতা' পর্যন্ত পাক পানির উপর পড়িয়া ফুক দিয়া যে রোগী জ্বেন দৈত্যের আছরে অচেতন্য হইয়া থাকে, তাহার চেহারাতে ছিটাইয়া দিবে, রোগী চৈতন্য লাভ করিবে।

১৪ নং

যে স্থানে জ্বেন দৈত্যের যাতায়াত করা অনুমান হয়, ১৩ নম্বরে লিখিত আয়াতের দ্বারা পানি পড়িয়া সেই স্থানের চারি দিকে ছড়াইয়া দিবে।

১৫ নং

যে স্থানে জ্বেন দৈত্যের উপদ্রব ও ঢিল নিক্ষেপ করা বুঝা যায়, চারিটি লৌহের পেরেক লইয়া ৫ নম্বরে লিখিত আয়াত ২৫ বার প্রত্যেক পেরেকে পড়িয়া ফুক দিয়া সেই স্থানের চারি কোণে পুতিয়া দিবে।

১৬ নং

যে গৃহে জ্বেনের যাতায়াত বুঝা যায়, উক্ত গৃহের প্রাচীরে 'আছহাবে-কাহাফের' নাম লিখিয়া লটকাইয়া দিবে এবং প্রত্যেক দরওয়াজায় ও জানালায় ১ নম্বর দোয়া লাগাইয়া দিবে।

১৭ নং

যে গৃহের দরওয়াজায় নিম্নোক্ত তাবিজ লটকাইয়া দিবে, উক্ত গৃহে জ্বেন দৈত্য প্রবেশ করিতে পারিবে না। জ্বেনগ্রস্ত লোকের গলায় এই তাবিজটি লিখিয়া দিলে, জ্বেন পলায়ন করিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لا اله الا الله محمد رسول الله
بحق جبرائيل عم

لا اله الا الله محمد رسول الله	৮	৬	৮	৮
بحق ميكائيل عم	৬	৮	৮	৮
	৮	৮	৬	৮
	৮	৬	৮	৮

لعمركم ان الله لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله

১৮ নং

জ্বেনগ্রস্ত অচেতন্য রোগীর কর্ণে ও শরীরে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পড়িয়া ফুক দিলে সে চৈতন্য প্রাপ্ত হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْمَصَّ طُهُ طَسَمَ
كَهَيْعَصَ يَسَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
حَمَعَسَقَ قَ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ط

১৯। হেরজে আবুদজানা

নিম্নোক্ত দোয়া লিখিয়া মাদুলীতে পুরিয়া প্রথম রাত্রিতে জ্বেনগ্রস্ত রোগীর বালিশের নীচে রাখিয়া দিবে, প্রভাতে চৈতন্য হইলে উক্ত মাদুলীটি কোন বাগ্গে বন্ধ করিয়া

রাখিবে। দ্বিতীয় রাত্রে উহা বালিশের নীচে রাখিয়া প্রভাতে বাঞ্চে বন্ধ রাখিয়া
করিয়া রাখিয়া দিবে। তৃতীয় রাত্রে বালিশের নীচে রাখিয়া প্রভাতে মাদুলিটি গলায়
ধারণ করিবে। আরও একখানা কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া উহা গৃহের মধ্যে
লটকাইয়া দিবে।

দোয়াটি এই—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ☆ هذا كتاب من محمد رسول رب
العالمين الى من طرق الدار من العمار و الزروا و السائحين الا
طارقا يطرق بخير (يا رحمان) اما بعد وان لنا و لكم في الحق سعة
فانك عاشقا مولعا او فاجرا مقتحما او داعيا حقا مبطلا هذا
كتاب الله ينطق علينا و عليكم بالحق انا كنا نستنسخ بما كنتم
تعملون و رسولنا يكتبون ما تمكرون و اتركوا صاحب كتابي هذا و
انطلقوا كل شيء هالك الا وجهه و له الحكم و اليه ترجعون
نقلبون حم لا تنصرون حم عسق تفرق اعداء الله و بلغت حجة
الله و لا حول و لا قوة الا بالله فسيكفيكم الله و هو السميع
العليم ☆

নিম্নোক্ত দোয়াটি ১৫

২০ নং

গলিফ দাঁড়ি দ্বারা তত্ত্বাবধায় রাখিয়া দোয়া লিখিয়া জ্বেনগস্ত রোগীর গলায়
নীল রঙের কস্বলের উপর নিম্নোক্ত দোয়া লিখিয়া জ্বেনগস্ত রোগীর গলায়
ধিয়া দিবে।

هذا يوم لا ينتقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ☆ فوق الحق و
 بطل ما كانوا يعملون ☆ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا
 ينظرون حم عسق حميت كهيعص كفيت عقدت عنك يا حامل
 كتابي هذا اشتة الحق المبشرين كل انثى ذكر باللف لا حول
 ولا قوة الا بالله العلي العظيم و صلى الله على سيدنا محمد و
 على اله وصحبه وسلم و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين
 الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ☆ وجعلنا على قلوبهم
 اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا اذا ذكرت ربك في القرآن
 وحده ولوا على ادبارهم نفورا ☆

২১ নং

নিম্নোক্ত আয়াত দুইটি পড়িয়া জ্বেনগ্রস্ত রোগীর উপর ফুক দিবে এবং পানির
 উপর ফুক দিয়া তাহাকে খাওয়াইবে।

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
 وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ☆ يَوْمَ عَشَرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ
 اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا
 تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ☆

‘ইজকানা ইউছোফো লে আবিহে ইয়া আবাতে ইন্নি রায়ায়তো আহাদা আশারা কাওকা বাঁও অশশামছা অল কামারা রায়ায়তোছমলি ছাজে দিন। ইয়া মাশারাল জেন্নে অল -এনছে এনেছতাতাছনতোম আন তানফুজু মিন আকতা’রেছ ছামাওয়াতে অল আরদে ফানফুজু লাতান ফুজু ইম্মা বেছেলাতান।

২২ নং

চিনার বাসনে ﷻ নামটি যত পরিমাণ ধরে, লিখিয়া ধৌত করতঃ জ্বেন গ্রস্ত রোগীকে খাওয়াইবে।

২৩ নং

নিম্নোক্ত মোহরে নবুয়তের নক্সাটি গৃহের দ্বারে লটকাইলে জ্বেন তথায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

মোহরে নবুয়তের নক্সা—



২৪ নং

৮টি মাটির ঘট লইয়া ৫ নং তদ্বীর অনুযায়ী ৮টি পেরেক ও নিম্নোক্ত নক্সাটি লিখিয়া প্রত্যেক ঘটে এক একটি পেরেক ও এক একখানা নক্সা পুরিয়া চারি সীমানায় ও গৃহের চারি কোণে পুতিয়া দিবে, ঘট পুতিবার সময় আজান দিতে হইবে।

নক্সাটি এই—

بحق جبرائيل عم

بحق	১	৫১	২	بحق
عزرائيل	৮	৬	৫	عزرائيل
ع	২	৮	৩	ع

بالحق جبرائيل عم

২৫। হাওলদেলের তদবীর

হাদকম্পন (হাওলদেল) হইলে নিম্নোক্ত দোওয়া লিখিয়া গলায় বাঁধিবে যেন বুকের বরাবর থাকে।

بسم الله الرحمن الرحيم ☆ لا اله الا الله خالصا مخلصا - لا اله

الا الله صادقا مصدقا - لا اله الا الله حقا حقا - لا اله الا الله ابدا ابدا -

لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله على خير خلقه محمد

واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الرحمين ☆

২৬। আয় বেশী হওয়ার তদবীর

ক্রয় বিক্রয়ের উন্নতির জন্য নিম্নোক্ত আয়াত বৃহস্পতিবারে ওজু সহ কোন অর্থশালী লোকের পিরহানের কাপড়ের টুকরায় লিখিয়া দোকানে লটকাইয়া রাখিবে।

قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ۝ والله ذو الفضل

العظيم ☆

২৭। দুরারোগ্য ব্যাধির তদ্বীর

জুমার দিবস আছরের নামাজের পর হইতে মগরেব পর্যন্ত **يا الله**

يا رحمن يا رحيم ইয়া আল্লাহো', ইয়া রাহমানো, ইয়া রাহিমো পড়িবে, এইরূপ দৈনিক পড়িতে থাকিবে, ২১ দিবসের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার মজ্জীতে পীড়ার উপশম হইবে।

২৮। শত্রুকে বাধ্য করার তদ্বীর

শত্রুকে বাধ্য করার জন্য নিম্নোক্ত তদ্বীর দৈনিক ৭ বার পাঠ করিবে, প্রথমে ইহা বলিবে;—

الهي زبان فلان بن فلان را برای من که

فلان بن فلان است بسته گردان ☆

“এলাহি জোবানে ফোলানেবনে ফোলান রা-বরায়ে মান-কে ফোলানেবনে ফোলানাস্ত বাস্তা গারদাঁ। প্রকাশ থাকে, প্রথমে ফোলানেবনে ফোলান স্থলে শত্রুর ও তাহার পিতার নাম এবং দ্বিতীয় ফোলানেবনে ফোলান স্থলে নিজের ও নিজের পিতার নাম উল্লেখ করিতে হইবে, তৎপর এই দোয়া ৭ বার পাঠ করিবে।

كَتَبَ اللَّهُ لَا غُلْبَنَّا أَنَا وَرُسُلِي ۖ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ☆ اللَّهُمَّ

سَخِّرْ لِي أَعْدَائِي كَمَا سَخَّرْتَ الرِّيحَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا

السَّلَامُ وَلَيَنْهَنَّهُمْ كَمَا لَيَنْتَ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَلِّلْهُمْ كَمَا

ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَهَرَهُمْ كَمَا قَهَرْتَ أَبَا جَهْلٍ

لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ☆

২৯। পুরুষত্বহানির তদ্বীর

১। দুইটি মুরগীর ডিম সিদ্ধ করিয়া উহার খোলা ছাড়াইয়া ফেলিবে। তৎপরে উহার একটির উপর **وَالسَّمَاءَ بَيْنَهُمَا بَايَدُ وَاَنَا لَمُوسِعُونَ** লিখিয়া পুরুষকে খাওয়াইবে এবং দ্বিতীয়টির উপর **وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ** লিখিয়া স্ত্রীকে খাইতে দিবে, ইহাতে পুরুষত্বহানি দূরীভূত হইবে।

২। যদি যাদুর ক্রিয়ায় পুরুষত্বহানি হইয়া থাকে, তবে কোন পাত্রে ছুরা বাইয়েনা (লাম ইয়াকুন) লিখিয়া ধুইয়া রোগীকে খাওয়াইবে, এইরূপ তিন দিবস করিবে।

৩। পুষ্করিণীতে নামিয়া গোছল করা শেষ হইলে, কিছু পানি হাতে লইয়া দশবার নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুক দিয়া ঐ অবস্থায় পান করিবে, খোদার ফজলে ঐ পীড়ার উপশম হইবে।

আয়াতটি এই —

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ☆

“জুইয়েনা লিমাছে হোবোশ শাহাওয়াতে মিনান নেছায়ে অলবানিনা অলকানাতিরেল মোকাত্তারাতে মিনাজ্জ জাহাবে অলফেদাতে **ض** অল-খায়লেল মোছওওয়ামাতে অল-আনয়ামে অল হারছে, জালেকা মাতায়োল হায়াতেদুনিয়া আদ্রাহো এন্দহো হোছনোল মায়াব।

৪। যে কোন কারণে পুরুষত্বহানি হউক না কেন, দুই দিবস পানের উপর নিম্নোক্ত দোয়া লিখিয়া খাইবে, কিন্তু উহাতে চুন ও খয়ের যোগ করিবে না। বরং উহার সহিত এক তোলা মধুও যোগ করিবে—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ☆ يَا قِيَوْمِ صَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ بِحَرَمَةِ مُحَمَّدٍ وَفَاطِمَةَ وَحُسَيْنٍ
وَحُسْنٍ إِنْ تَعَاْفَيْنِي مِنَ الْعَنَةِ وَتَقْدِرْ لِي عَلَى الْجَمَاعِ الْحَلَالِ وَصَلِّ
اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ☆

দ্বিতীয় দিবস পানের উপর লিখিবে—

حَمَّ عَسَقٍ يَا صَمَدُ يَا فَرْدَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ إِنْ تَعَاْفَيْنِي مِنَ الْعَنَةِ تَقْدِرْ
لِي عَلَى الْجَمَاعِ صَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ☆

৫। নিম্নোক্ত দোয়া প্রত্যেক দিবস ৭ বার পড়িলে পুরুষত্বহানি দূরীভূত হয়।—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ☆ كَهَيْعَتِ حَمَّ عَسَقٍ يَا حَيُّ يَا قِيَوْمُ
يَا صَمَدُ يَا وَتِرَانُ تَعَاْفَيْنِي مِنَ الْعَنَةِ وَتَقْدِرْ لِي عَلَى الْجَمَاعِ وَصَلِّ
اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ☆

“বিহ্মিল্লাহের রহমানের রাহিম, কাফ,হা, ইয়া, আএন ছাদ, হা, মিম, আএন,
ছিন, কাফ ইয়া হইয়ো, ইয়া কইউমো, ইয়া ছামাদো, ইয়া বেৎরো, আন
তোয়াফেয়ানি মেনাল এ'নাতে অ-তাকদেরালি আলাল জেমায়ে অছাল্লাল্লাহো
আলা মোহাম্মাদেও অ-আলিহি অ-আছহাবিহি আজমা'য়িন।

৩০। বন্ধ প্রস্রাব খোলাসা হইবার তদ্বীর

১। যে মনুষ্যের বা জন্তুর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া
পানিতে ধুইয়া তাহাকে খাওয়াইবে এবং কাগজে লিখিয়া তাহার গলায় বাঁধিবে,—

وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

২। নিম্নোক্ত দোয়া লিখিয়া পানিতে ধুইয়া রোগীকে খাওয়াইবে এবং ৭ বার
পড়িয়া তাহার উপর ফুক দিবে,—

رُبُّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحِمْتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي

الْأَرْضِ وَاعْفِرْ حَوْبَتَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ السَّبْطَيْنِ فَاَنْزِلْ شِفَاءً

مِنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْعِ ☆

রাব্বোনাল্লাহোল্লাজি ফিছ-ছামায়ে তাকিদাছা এছমোকা আম রোকা ফিছ
ছামায়ে অল্- আরদে ৬ কামা রাহমাতোকা ফিছ-ছামায়ে ফাজয়াল রহমাতোকা
ফিল আরদে ৬ অগফের হাওবাতানা অ-খাতইয়ানা আস্তা রাব্বোছ ছেবতায়নে
ফা-আনজেল শেফায়াম যেন শেফায়েকা অ-রাহমাতোকা আ'লা হাজাল অজয়ে।

৩১। স্ত্রীলোকের বা জন্তুর দুধ কম না হওয়ার তদ্বীর

১। নিম্নোক্ত আয়াত জুমার দিবসে মেশক ও জাফরাণ দ্বারা লিখিয়া জমজমের
পানিতে ধুইয়া খাওয়াইবে এইরূপ ৭ দিবস করিবে, খোদার মজ্জিজেতে দুধ বেশী
হইবে।—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ☆ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ☆

২। নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া বুকের উপর বাঁধিবে এবং লবণ পড়িয়া ফুক দিয়া খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

بِحَقِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ
فَالْقِيَهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَأَوُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ
مِنَ الْمُرْسَلِينَ ☆

“বেহাঙ্গে অ-আওহায়না এলা উম্মে মুহা আন আরদেয়ি’হে ফা-এজা খেফতে আলায়হে ফা আলকিহে ফিল ইয়ান্মে অলা-তাখাফি অলাতাহজানি ইন্না রাদ্দুহোএলায়কা অ-জায়ে লুহো মিনাল মোরছালিন।”

৩। ৭ খানা খামির করা রুটীতে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া খাওয়াইবে।

আয়াতটি এই—

☆ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ۚ فَبَايَ الْإِثْمَ رَبُّكَمَا تَكْذِبَانِ ☆

৩২। পক্ষাঘাত রোগের তদ্বীর

ছুরা জেলজাল বিছমিল্লাহ সহ চীনার পাত্রে লিখিয়া পানিতে ধুইয়া খাওয়াইবে, এইরূপ ২১ দিবস করিবে।

৩৩। স্বামী বা স্ত্রী বাধ্য হওয়ার তদ্বীর

কাহারও স্বামী বেশ্যাসক্ত হইলে কিম্বা স্ত্রী পলাতক হইলে জুমার রাতে, ১২ টার সময় ওজু করিয়া নিম্নোক্ত দোয়া ৩০ বার পড়িবে, স্বামী বা স্ত্রীর মন্দ স্বভাব দূরীভূত হইবে। দোয়াটি এই—

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ☆ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ وَحَسْبِيْ عَلٰى (ক) فُلَانٍ
بْنِ فُلَانَةٍ اَعْطِفْ قَلْبَهُ عَلٰى وَذَلِّلْهُ ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ يُعْطِفُ قَلْبَهُ عَلٰیهَا ☆

“ফাইন তাওয়াল্লাও ফাকোল হাছবিয়াল্লাহো লা এলাহা ইল্লাহু আলায়হে তাওয়াক্কালতো অহওয়া রাব্বোল আরশেল আজিম। আল্লাহুয়া আস্তা রাব্বি অ-হাছবি আলা ফোলানেনেনে ফোলানাতেন, আ’তেফ কালবাহু আলইয়া অজ্জাল্লেলাহো ফা ইমাল্লাহা ইয়ো’তেফো কালবাহু আলায়হা।”

যদি স্বামী অবাধ্য হয়, তবে উপরোক্ত প্রকার দোওয়া পড়িবে এবং ‘ফোলান’ স্থলে তাহার নাম ও ‘ফোলানাতেন’ স্থলে তাহার মাতার নাম লইবে।

আর স্ত্রী অবাধ্য হইলে (ক) চিহ্নিতস্থলে বলিবে—

عَلَى فُلَانَةٍ بِنْتِ فُلَانَةٍ أَعْطِفْ قَلْبَهَا عَلَيَّ وَ ذَلِّلْهَا فَإِنَّ اللَّهَ

يُعْطِفُ قَلْبَهَا عَلَيَّ أَوْ يُذَلِّلْهَا ☆

“আলা ফোলানাতেন বেস্তে ফোলানাতেন আ’তেফ কালবাহু আলইয়া অ-জ্জাল্লেলাহো ফা-ইমাল্লাহা ইয়ো’তেফো কালবাহু আলায়হে আও ইয়োজ্জাল্লেলাহো।”

৩৪। শত্রুর ভয় হইতে রক্ষা পাওয়ার তদ্বীর

ফজরের নামাজ পরে ওজু সহ প্রথমে ১০০ বার দরুদ, পরে এক হাজার বার ছুরা কোরাএশ শেষে ১০০ বার দরুদ পড়িয়া দুই হাত উঠাইয়া শত্রুর উপর জয়যুক্ত হওয়ার দোওয়া করিবে, ৭ দিনের মধ্যে মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

৩৫। হজরত নবী (ছাঃ) এর জিয়ারত লাভের তদ্বীর

জুমার রাতে দুই রাকাত নামাজ পড়িবে, প্রত্যেক রাকাতের ছুরা ফাতেহার পরে একবার আয়তুল কুরছি ও ১৫ বার ছুরা এখলাস পড়িবে, হজরতের জিয়ারতের জন্য মোনাজাত করিয়া বিছানায় শয়ন করিবে।

৩৬। জেল হইতে মুক্তি পাইবার তদ্বীর

যাহার জেল হওয়ার আশঙ্কা আছে, সেই ব্যক্তি বা তাহার পক্ষ হইতে কোন লোক ৪০ দিবস ছুরা ইউছুফ পাঠ করিবে, খোদার মজির্জতে ইহার মধ্যেই সে মুক্তি পাইবে। আর যদি উহা পড়িবার সুযোগ না হয়, তবে প্রত্যেক দিবস এক নির্দিষ্ট স্থানে নিম্নোক্ত দোয়া সহস্র বার পড়িবে, মধ্যে কোন দিবস ত্যাগ করিবে না। দোয়াটি এই—

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ☆

“মাশায়াল্লাহো কানা অলাহাওলা অলা কুওয়াতা ইম্মা বিম্মাহেল আ'লিয়েল
আজিম। হাছবোনাল্লাহো অ-নে'মাল অকিলো নে'মাল মাওলা অ নে'মান্নাহিরো।”

৩৭। গর্ভকালীন ভয়ের তদ্বীর

যে স্ত্রীলোক গর্ভকালে ভয় পায় ও রাত্রিতে ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে, নিম্নোক্ত
আয়াতগুলি হরিণের চামড়ায় লিখিয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া দিবে, ইহাতে সমস্ত
ভয় দূরীভূত হইবে, ইহা অতি পরীক্ষিত তদ্বীর। আয়াতগুলি এই-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ☆ اذ قالت امرات عمران رب انى
نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى ۚ انك انت السميع
العليم۔ فلما وضعتها قالت رب انى وضعتها انثى ۚ و الله اعلم
بما وضعت ۚ وليس الذكر كالانثى ۚ و انى سميتها مريم و انى
اعيدها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم۔ فتقبلها ربها بقبول
حسن و انبتها نباتا حسنا ۚ و كفلها زكريا ۚ كلما دخل عليها زكريا
المحراب ۚ وجد عندها رزقا ۚ قال يمریم انى لك هذا ۚ قالت هو
من عند الله ۚ ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ☆

৩৮। সর্প দংশনের তদ্বীর

সর্প দষ্ট ব্যক্তির কিন্না সর্প দংশনের সংবাদাতার কপালে সাহাদাৎ আব্দুলে দ্বারা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় ৭ বার লিখিবে এবং ৭ বার মৌখিক পড়িবে, ইহাতে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

আয়াতদ্বয় এই—

قَالَ أَلْقَهَا يُمُوسَى - فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى - قَالَ خُذْهَا وَ

لَا تَخَفْ نَدَّ سَنَعِيدُهَا سِيرَ تَهَا الْأُولَى ☆

“কালো আলকেহা ইয়া মুছা, ফা-আলকাহা ফায়েজা হিয়া হইয়াতোন তাছয়া।
কালো খোজহা অলাতাখাফ ছানোয়িদোহা ছিরাতাহাল উলা।

৩৯। ঘরে সর্প থাকার তদ্বীর

যে গৃহে সর্প থাকার আশঙ্কা হয়, শয়নকালে নিম্নোক্ত আয়াত পড়িবে, সর্পে কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

আয়াতটি এই—

سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينِ

“ছালামোন আ'লা ইলইয়াছিন।”

৪০। সর্প অন্ধ করার তদ্বীর

নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া মাটিতে ফুকদিয়া সর্পের উপর নিক্ষেপ করিলে উক্ত সর্প অন্ধ হইয়া যাইবে।

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا ۚ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُويْدًا ☆

“ইনাছুম ইয়াকিদুনা কায়দাঁও অ-আকিদো কায়দান, ফামাহ হেলিল কাফেরিনা
আমহেলছুম রোয়ায়দা।

৪১। মশক দংশন নিবারণের তদ্বীর

(১) মশক বেশী হইলে, নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িয়া চারিদিকে ফুক দিবে—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَسْتَوْذِعُ اللَّهَ نَفْسِي وَدِينِي وَ
أَهْلِي وَمَالِي فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ *

“এছাওয়াদায়ালাহো নাফ্ছি অ-দীনি, অ-আহলি, অ-মালী আলাহো খায়রোন
হাফেজীও অহ্যা আরহামোর রাহেমিন।

(২) নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পানি পাত্রে পড়িয়া ফুক দিয়া গৃহের চারি কোণে ছড়াইয়া
দিবে,—

وَمَا لَنَا أَنْ لَا نَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى
مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ *

“অমা লানা আলা- নাতাওয়াক্কালো আলালাহে, অকাদ হাদানা ছোবোলানা,
অলানাছবেরানা আলা মা আজায়তোমুনা অ-আলালাহে ফালইয়াতাতাওয়াক্কালেল
মোতাওয়াক্কেলুন।”

৪২। পলাতক লোক বা জন্তু আনয়ন করার তদ্বীর

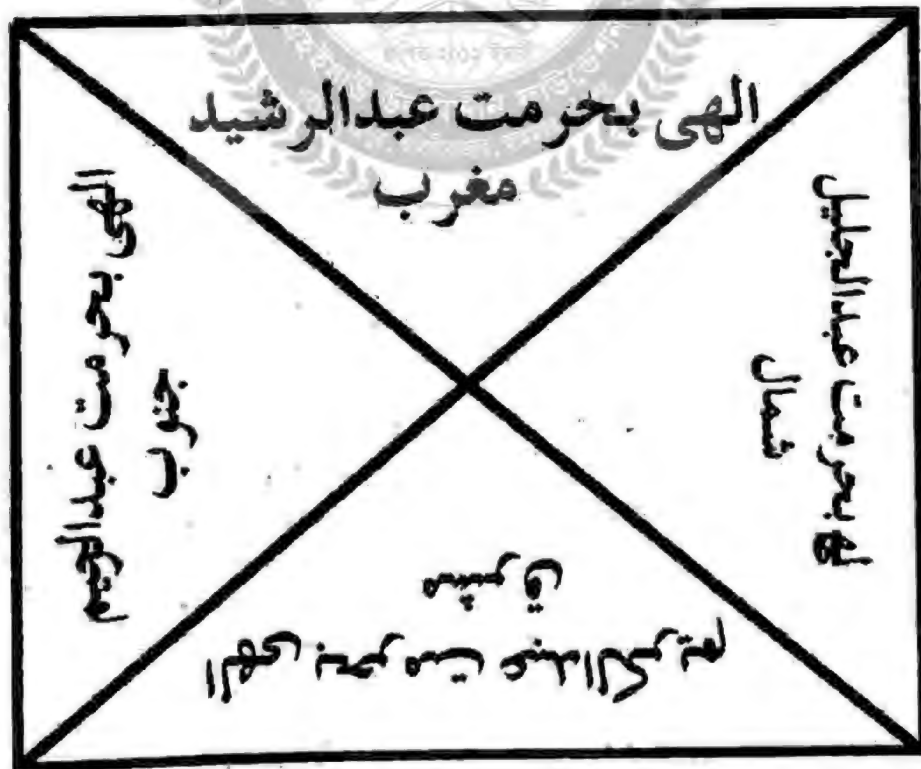
১। নিম্নোক্ত দোয়াগুলি কাগজে লিখিয়া কোন বস্তুতে জড়াইয়া অন্ধকারময়
গৃহে দুইটি প্রস্তরের মধ্যে রাখিয়া দিবে—

প্রথমে ছুরা ফাতেহা, তৎপরে আয়তোল কুরছি লিখিবে, তৎপরে লিখিবে—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
فَاجْعَلِ اللَّهُمَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا عَلَى عَبْدِكَ فَلَانَ بِنِ
فَلَانَةَ أَضِيقْ مِنْ خَلْقِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى فَلَانَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ * أَوْ كَظَلَمْتُ فِي بَحْرِ لَجِي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ

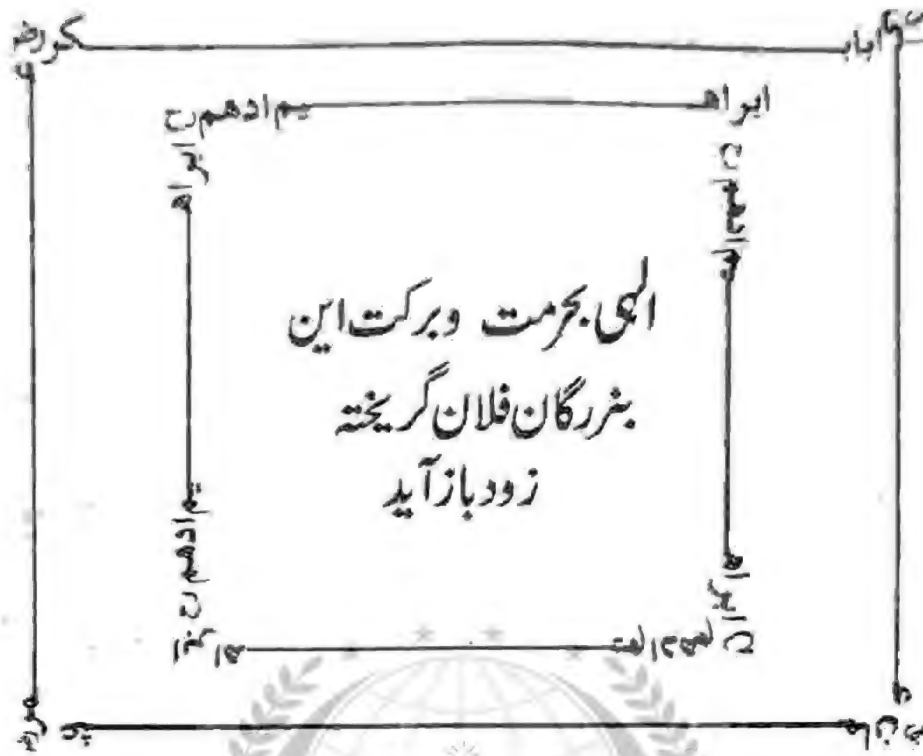
من فوقه سحاب ۞ ظلمتُ بعضها فوق بعض ۞ اذا اخرج يده
 لم يكديراها ۞ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ۞ ومن
 ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ۞ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ۞
 والله من ورائهم محيط ۞ بل هو قرآن مجيد ۞ فى لوح محفوظ ۞
 اللهم انى اسئلك بحق هذه الايات ان نصلى على نبيك سيدنا
 محمد و اله وصحبه وسلم و ان تود فلانا الى فلان برحمتك يا
 ارحم الراحمين ۞

২। নিম্নোক্ত নক্সাটি লিখিয়া বন্ধের উপর লটকাইয়া দিবে;—



فلان گریخته زود باز آید

৩। নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া ঘরের এক কোণে দুইটি প্রস্তরের মধ্যে রাখিবে—



প্রথমে দোওয়াতে 'ফোলান' শব্দের স্থলে পলাতক ব্যক্তির নাম এবং 'ফোলানাতেন' স্থলে তাহার মাতার নাম উল্লেখ করিবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় নকশায় পলাতক মনুষ্যের বা জন্তুর নাম লিখিয়া দিবে।

৪৩। হারানো বস্তু পাইবার তদ্বীর

(১) কোন বস্তু হারাইয়া গেলে, বিনা কম বেশী ১১৯ বার 'ইয়া হাফিজো' তৎপরে নিম্নোক্ত আয়াত ১১৯ বার পড়িবে।

يُنَيِّئُ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ

أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ☆

'ইয়া বোনাই -ইয়া ইন্নাহা ইন্তাকো মেছকাল হাব্বাতেম মেন খরদালেন, ض ফাতাকোন ফি-ছাখরাতেন আও ফিছ ছামাওয়াতে আও-ফিল আরদে ইয়াতে বেহাম্মাহ।

(২) ছুরা অদোহা পড়িয়া, শাহাদত (তাজ্বীদ) অঙ্গুলীতে ফুক দিয়া মস্তকের চারিদিকে ঘুরাইবে, তৎপরে নিম্নোক্ত দোয়া সাত বার পড়িয়া উক্ত অঙ্গুলীতে ফুক দিয়া তিনবার হাতে তালি দিবে, খোদার ফজলে হারানো জন্তু বা বস্তু পাওয়া যাইবে বা উহার সংবাদ পাওয়া যাইবে।

أَصْبَحْتُ فِي أَمَانِ اللَّهِ وَأَمْسَيْتُ فِي جَوَارِ اللَّهِ أَبْرَصًا صَبْرًا

سَعْرًا ☆

“আহবাহতো ফি-আমানিল্লাহে অ-আমছায়তো ফি জাওয়ারিল্লাহে আব্রাহান্ ছাবরাহান্ ছা’রাছ।

৪৪। এছতেখারা

যদি কেহ বিবাহ, বানিজ্য, জমি ক্রয় এইরূপ কোন বৃহৎ কার্যে কি করা সঙ্গত, তাহা বুঝিতে না পারে, তবে নিম্নোক্ত প্রকারে এছতেখারা করিবে। আল্লাহতায়ালা ফজলে সাত রাত্রে মধ্যে তৎসম্বন্ধে কি করা কর্তব্য তাহা আল্লাহতায়ালা পক্ষ হইতে জানিতে পারিবে।

এমাম গাজ্জালি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চারিটি বিষয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তি চারিটি বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবে না।

(১) যে ব্যক্তি তওবা করার তওফিক প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তি কবুল হইতে বঞ্চিত হইবে না। (২) যে ব্যক্তি এছতেখারা করিতে তওফিক প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তি কল্যাণ (ভালাই) হইতে বঞ্চিত হইবে না। (৩) যে ব্যক্তি পরামর্শ গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তি ন্যায় কার্য হইতে বঞ্চিত হইবে না। (৪) যে ব্যক্তি দোয়া করার ক্ষমতা পাইয়াছে, সে ব্যক্তি মনোবাঞ্ছা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

এছতেখারার নিয়ম

ওজু করিয়া পাক কাপড় পরিধান করতঃ দুই রাকয়াত এছতে খারার নামাজ পড়িবে, প্রথম রাকয়াতে ছুরা ফাতেহার পরে ছুরা কাফেরুন, দ্বিতীয় রাকয়াতে

ছুরা এখলাছ পড়িবে, তৎপরে পাক বিছানায় পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাহিন দিকে কাৎ হইয়া শুইয়া ছুরা আশশামছে ৭ বার, ছুরা অম্মায়লে ৭ বার, ছুরা তীন ৭ বার ও ছুরা এখলাছ ৭ বার পড়িয়া নিম্নোক্ত প্রকার দোয়া পড়িবে।—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ
وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا
أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا اَلْأَمْرُ خَيْرٌ
لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَ مَعَاشِىْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَ يَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ
بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا اَلْأَمْرُ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَ
مَعَاشِىْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَ اصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَ اقْدِرْ لِىْ اَلْخَيْرَ
حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهِ *

“আল্লাহোম্মা ইন্নি আছতাখিরোকা বে-এলমেকা অ-আছতাক দেরোকা বে-কোদ্রাতেকা অ-আছআলোকা মিন ফাদ্লেকাল আজিমে, ফা-ইন্নাকা তাক্দেরো, অলা-আকদেরো অ-তা’লামো অলা-আত্তা আলামো আল্লামোল গোইউব। আল্লাহোম্মা-ইন্ কুত্তা তা’লামো আন্না হাজাল আমরো খয়রুল্লি ফি-দিনী অমায়্যা’শী, অ- আকেবাতে আমরী ফায়াকদেরুল্লী, অ-ইয়াছছেরুল্লী ছুম্মা বারেকুলী ফিহে। অ-ইন্ কুত্তা তা’লামো আন্না হাজাল আম্রো শার্বোল্লী ফি দিনী, অ-অমায়্যাশী অ-আ’কেবাতে আমরী, ফাছরেফল্ছ আন্নি অছরেফনী আ’নছ অয়াকদের লিয়াল খায়রা হায়ছো কানা ছুম্মা আরদেনী বিহ।

৪৫। ন্যায্য মোকদামাতে জয়লাভ হওয়ার তদ্বীর

১। নিম্নোক্ত দোয়া দৈনিক ১২ শতবার ২ দিবস পড়িবে ইহাতে খোদার মজ্জিতে মোকদামায় ফাতেহ লাভ হইবে।

☆ يَا بَدِيعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيعُ

ইয়া বাদিয়াল আজযেবে বেলখায়রে ইয়া বাদিয়ো।”

২। নিম্নোক্ত দোওয়াটি এক লক্ষ ২৫ হাজার বার পড়িবে। প্রত্যেক শতবার পড়া হইলে, গোলাপ কিম্বা পানি চক্ষে মুখে বা শরীরে দিবে। পাক অবস্থায় পাক বিছানায় কেবলার দিকে মুখ করিয়া পড়িবে, ৩ কিম্বা ৭ অথবা ৪০ দিবসে খতম করিবে।

☆ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

“লা-এলাহা ইল্লা আন্তা ছোবহানাকা ইন্নি কুন্তো মেনাজ্জালেমিন।” প্রত্যেক শতবার পড়া হইলে নিম্নোক্ত আয়াত একবার পড়িবে।

☆ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجِّنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

“ফাহতাজাবনা লাহ্-অ-নাজ্জায়নাহ্ মিনাল গাম্মে অকাজ্জালেকা নুনজেল মোমেনিন।”

৩। খতমে খাজাগান এ সম্বন্ধে অতি পরীক্ষিত, ইহার নিয়ম তাবিজাত প্রথম খণ্ডে লিখিত হইয়াছে।

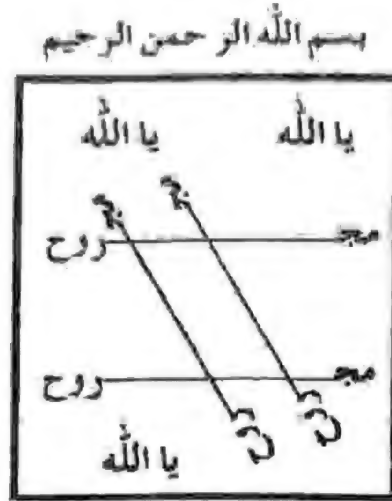
৪। খতমে কাদেরিয়া এ সম্বন্ধে অতি পরীক্ষিত। ইহার নিয়ম এই কেতাবের ৪৬ নম্বরে লিখিত হইয়াছে।

৫। নিম্নোক্ত তাবিজ মস্তকে ধারণ করিয়া কোর্টে উপস্থিত হইবে।

نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين - حسبنا الله ونعم
الوكيل نعم المولى ونعم النصير - ومن يتوكل على الله فهو
حسبه والله المستعان على ما تصفون ☆

৬। ওজু করিয়া কেবলামুখি হইয়া ১১ বার দরুদ শরীফ পড়িয়া নিম্নোক্ত তাবিজ লিখিতে হইবে। মোকদামাকারী কোর্টে উপস্থিত হওয়া কালে তাবিজটি টুপির মধ্যে মস্তকে ধারণ করিবে। এই তাবিজের জন্য সওয়া পাঁচ আনা পয়সা ছদকা দান করিবে।

তাবিজটি এই —



৪৬। খতমে-কাদেরিয়া

এই খতমটি প্রত্যেক মতলবের জন্য মহা ফলপ্রদ। ফজর ও মগরেবের নামাজের পরে নিম্নোক্ত প্রকার খতম করিতে হইবে—

১। দরুদ শরীফ ১১ বার

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ☆

২। “ হোবহানাল্লাহে, অলহামদো লিল্লাহে, অ-লাএলাহা ইল্লাল্লাহু, অল্লাহো-
আকবর, অলাহাওলা অলাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহেল আ'লিয়েল আজিম।” ১১১
বার।

☆ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ ☆

৩। আছতাগফেরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লৈ জামবেও অ-আতুবো এলায়হে।” -
১১১ বার।

☆ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ☆

৪। নাছরুম মিনাঞ্জাহে অ-ফাৎছন কারিব।- ১১১ বার।

☆ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

৫। লাএলাহা ইল্লা আন্তা ছোবহানাকা ইম্মি কুন্তো মিনাজ্জালেমিন। ১১১ বার

☆ رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَ تَنْصِرُ

৬। রাব্বো ইম্মি মগলুবোন ফান্তাহের। ১১১ বার।

☆ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ - نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

৭। “হাছবোনাজ্জাহো অনে, মাল অকিল, নেমাল মাওলা অ-নে, মান্নাছির। ১১১ বার।

৮। ছুরা আলাম- নাশরাহলাকা। ১১১ বার।

৯। ছুরা এখলাছ- ১১১ বার।

☆ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

১০। “ইয়াহাইয়ো, ইয়াকাইউমো বেরাহমাতেকা আছতাগিছো। ১১১ বার।

☆ يَا وَهَّابُ هَبْ لِيْ رِزْقًا بَاسِطًا يَا بَاسِطُ

১১। “ইয়া অহহাবো হাবলী রিজকান বাছেতান ইয়া বাছেতান।- ১১১ বার

☆ يَا بَاقِيُ أَنْتَ الْبَاقِيُ

১২। “ইয়াবকিয়ো, আন্তাল বাকী।” ১১১ বার।

১৩। “ইয়া এলাহী বাতোফায়লে হজরত গওছ আছতাগিছো। ১১১ বার।

১৪। ইয়া এলাহী বেহোরমাতে হজরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী আগেছনী। ১১১ বার।

১৫। ফা-ছাহহেল ইয়া এলাহী কুন্না ছা’বেম বেহোরমাতে ছাইয়েদেল আবরার, ছাহহেল, বেফাদলেকা ইয়া আজিজো। ১১১ বার।

(খতমে কাদেরিয়ার অবশিষ্টাংশ ১৬ নং হইতে ২৪ নং পর্যন্ত ৩৩ পৃষ্ঠায় পাইবেন)

বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার তদ্বীর

সাতটি কঙ্কর হাতে লইয়া উহার উপর সাত সাতবার ছুরা ফাতেহা ও নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুক দিয়া একরূপ স্থানে রাখিয়া দিবে-যেখানে বর্ষার পানি না পড়ে, খোদার মজ্জিতে হঠাৎ বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যাইবে। বর্ষা হওয়ার ইচ্ছা করিলে কঙ্করগুলি লইয়া প্রবাহিত পানিতে নিক্ষেপ করিবে। আয়াতটি এই-

وَقِيلَ يَا رُضْ اِبْلَعِي مَا نَكِبَ وَيَسْمَاءُ اَقْلَعِي ☆

অকিলা ইয়া আরদোবলায়ি মাযাকে অ-ইয়া ছামায়ো আকলেয়ি।

জাদু টোনা দফার তদ্বীর

(১) বিছমিল্লাহ সহ ছুরা ফাতেহা ৭ বার ও বিছমিল্লাহ সহ চারি কোল প্রত্যেকটি চারি চারিবার ও বিছমিল্লাহ সহ ছুরা কোরাএশ ৫ বার পড়িয়া পানিতে ফুক দিয়া যাদুগ্রস্ত রোগীকে ৭ দিবস খাওয়াইবে ও গোছল দিবে।

(২) ৭টি কচু পাতা উপরি উপরি সাজাইয়া কোন গর্তে রাখিয়া আঘাট হইতে পানি লইয়া উক্ত পাতাগুলিতে ঢালিয়া দিয়া এক দমে ২০ বার لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ লাএলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ পড়িয়া ইহাতে ফুক দিয়া একখানা কাঁচি দ্বারা পানিতে যাদু কাটার নিয়তে টানিয়া লইবে। তৎপরে এক দমে ১৯ বার—

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ ☆

“সুবহানাল্লাহে অলহামদো লিল্লাহে অলাএলাহা ইল্লাল্লাহো অল্লাহো আকবর” পড়িয়া উহাতে ফুক দিয়া উক্ত প্রকারে একখানা কাঁচি দ্বারা কাটিবে।

তৎপরে একদমে ১৮ বার اللهُ اَكْبَرُ আল্লাহো আকবর পড়িয়া উক্ত প্রকার ফুক দিয়া কাঁচি দ্বারা কাটিবে, ইহাতে জাদু দফা হইয়া যাইবে।

(৩) নিম্নোক্ত তাবিজ হাতে বাঁধিলে, জাদু বাণ আছর করিবে না।

بسم الله الرحمن الرحيم

قل ৯	هو ১	الله ৫	احد ১৮	الله ১৫
هو ৮	الله ৩	احد ৮	الله ১৮	الصمد ১৩
الله ৩	احد ৬	الله ২	الصمد ১২	لم يلد ১৫
احد ২৮	الله ৯	الصمد ২৩	لم يلد ৩৬	ولم يولد ৫
الله ২৬	الصمد ২২	لم يلد ২০	ولم يولد ২৮	ولم يكن له ৩১
الصمد ২১	لم يلد ২২	ولم يولد ২৫	ولم يكن له ৩০	كفوا احد ৩৩

(৪) নিম্নোক্ত তাবিজ হাতে বাঁধিলে জাদুর আছর হইবে না—

بسم الله الرحمن الرحيم

استغفر الله	ان الله	غفور رحيم
قل اوحى	الى	انه استمع
نفر	من الجن	لا يحب الله الجهر

১৬। দরন্দ শরীফ - ১১১ বার।

১৭। ছুরা ফাতেহা- ১১১ বার।

১৮। আল্লাহোম্মা ইয়া কাফিয়াল হাজ্জাত -১১১ বার।

১৯। আল্লাহোম্মা ইয়া কাফিয়াল মোহেস্সাত- ১১১ বার

২০। আল্লাহোম্মা ইয়া দাফেয়াল বালিইয়াত- ১১১ বার।

২১। আল্লাহোম্মা ইয়া শাফিয়াল-আমরাদ ف - ১১১ বার।

২২। আল্লাহোম্মা ইয়া হাল্লালাল - মুশকিলাত-১১১ বার।

২৩। আল্লাহোম্মা ইয়া মুজিবাদ্দা'ওয়াত- ১১১ বার।

২৪। ইয়া আরহামার রাহেমীন- ১১১ বার।

উপরোক্ত খতম পড়িয়া কাদেরিয়া তরিকার পীরগণের রুহে ছওয়াব রেছানি করিয়া আল্লাতায়ালায় নিকট মতলব চাহিবে।

৪৭। বসন্ত রোগের তদ্বীর

(১) নিম্নোক্ত নক্সা দুধে মিশাইয়া ছোট ছেলেকে পান করাইবে। বড় ছেলে হইলে জমজমের পানিতে কিম্বা অন্য পানিতে ধুইয়া খাওয়াইবে। নক্সাটি এক হইতে আরম্ভ করিবে।

নক্সাটি এই -

২৮৭

৭	১	৮
৮	৫	৩
২	৭	৮

(২) কোরআন শরীফে নিম্নোক্ত আয়াতটি সাত বার পড়িয়া প্রত্যেক বার একটি চাউলে ফুক দিবে, এইরূপ সাতটি চাউলে সাত সাতবার পড়িয়া সাত সাতবার

ফুক দিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে খাওয়াইবে, আম্মাতায়ালার মজির্জতে বসন্ত হইবে না।
হইলেও অতি কম হইবে, আয়াতটি এই-

وَإِنْ يُمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ

“অ-ইন ইয়ামছাছকাম্মাহো বেদোরেন ۞ ফালাকাশেফা লাহুইল্লাহুয়া।”

৪৮। ফোড়া ও ব্রণের তদ্বীর

এক মুষ্টি মৃস্তিকা লইয়া উহার উপর নিম্নোক্ত দোয়া সাতবার পড়িয়া ফুক দিবে একটু থুথু উক্ত মাটিতে নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে উক্ত মাটি পিণিয়া লইয়া ফোড়া কিম্বা ব্রণে লাগাইয়া দিবে। এইরূপ কয়েক দিবস করিলে উহা ভাল হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللَّهِ تَرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا ☆

বিছমিল্লাহে তোরবাতো আরদেনা ۞ বি-রিকাতে বা'দেনা ইয়োশফা
ছাকিমোনা বেইজনে রাব্বেনা।

৪৯। ৩৩ নং আয়াত

নিম্নোক্ত আয়াতগুলি ফজর মগরেবে পড়িলে চোর, ডাকাত, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প, বৃশ্চিক, কুস্তীর, কামট, জাদু, বাণ ও সমস্ত সংক্রামক ব্যাধি হইতে নিরাপদে থাকিবে।

হজরত এবনো ছিরিন (রহঃ) বলিয়াছেন, আমরা বিদেশে একটি নদীর নিকট উপস্থিত হইলাম, লোকে আমাকে ভয় দেখাইল যে, এস্থলে দস্যুদের আক্রমণ হইয়া থাকে। আমার সঙ্গীরা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, কেবল আমি ৩৩ আয়াত পড়িলাম, এই হেতু তথায় থাকিয়া গেলাম। রাত্রিতে আমার শয়ণ করিবার পূর্বে কয়েকটি লোক তরবারী হস্তে ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু আমার নিকট আসিতে পারিল না। যখন প্রভাতে আমি তথা হইতে রওয়ানা হইলাম, তখন একজন অশ্বারোহীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, সে আমাকে বলিল, আমরা সকলে শত বারের অধিক তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, কিন্তু মধ্যে একটি লৌহের প্রাচীর

অন্তরাল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কাজেই আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারি নাই।

হজরত এবনো ছিরিন (রহঃ) বলিলেন, আমি ৩৩ আয়াত পড়িয়া থাকি, উহার বরকতে এইরূপ হইয়াছিল, তৎশ্রবণে সে ব্যক্তি অঙ্গীকার করিল যে, আমি আর দস্যুবৃত্তি করিব না।

মোহাম্মদ বেনে আলি বলিয়াছেন, আমাদের একজন বৃদ্ধ লোকের পক্ষাঘাত হইয়াছিল, আমি ৩৩ আয়াত পড়িয়া তাহার উপর ফুক দিয়াছিলাম, আল্লাহতায়ালার মজ্জিতে তাহার পীড়া ভাল হইয়া গিয়াছিল।

৩। জ্বেনগ্রস্ত রোগীর উপর ৩৩ আয়াত পড়িয়া ফুক দিলে, উহার আছর দূরীভূত হইয়া যাইবে।

ছুরা ফাতেহা ও ছুরা বাকারের প্রথম চারি আয়াত-

الْمَ ۚ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ مِنْهُ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَالَّذِينَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ☆

আয়তোল কুরছি ও উহার পরে দুই আয়াত খালেদুন পর্য্যন্ত; —

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ☆ لَا إِكْرَاهَ فِي

الَّذِينَ هَدَىٰ الرَّشْدَ مِنَ الْغَيِّ ه فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ه لَا انْفِصَامَ لَهَا ه وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَاللَّهُ وَلِيُّ
الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ه وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ه أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ه هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ه

ছুরা বাকারের শেষ তিন আয়াত;—

لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ه وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي
أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَخَافُكُمْ بِهِ اللَّهُ ه فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ ه وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ه كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ه
لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ه وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ه لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ه رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ه رَبَّنَا وَ
لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ه رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ه وَاعْفُ عَنَّا ه وَارْحَمْنَا ه أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ه

ছুরা আরাফের তিন আয়াত:—

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ عَزِيزٌ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ☆ اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ ۚ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ☆

ছুরা বনি ইস্রাইলের শেষ আয়াত:—

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ
سَبِيلًا ☆ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدَّلِّ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا ۚ

ছুরা ছাফ্যাতের প্রথম দশ আয়াত:—

وَالصَّفَّاتِ صَفًّا ۚ فَازْجِرْ زُجْرًا فَتَلِيكَ ذِكْرًا ۚ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ
لَوَاحِدٌ ۚ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۚ إِنَّا
زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ۚ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۚ

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ وَلَا مَلَأٌ
دُخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۖ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ، سِهَابٌ
ثَاقِبٌ ۖ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ
لَّازِبٍ ۖ

ছুরা রহমানের এই কয়েক আয়াত;—

يَمْعُشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَاَنْفُذُوا ۖ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمْ تَكْذِبْنَ ۖ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِلَ مِنْ نَارٍ ۖ وَنُحَاسٍ فَلَا
تَنْتَصِرُونَ ۖ

ছুরা হাশরের শেষ কয়েক আয়াত;—

لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ ۖ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۖ هُوَ
اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ۖ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۖ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ۖ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۖ
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ

ছুরা জেনের প্রথম কয়েক আয়াত;—

قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا
عَجَبًا لَا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَنُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۖ وَأَنَّهُ
تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۖ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا
عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ☆

এই ৩৩ আয়াতের সহিত চারি 'কোল' যোগ করিতে হয়।

৫০। নাসিকার রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার তদ্বীৰ

(১) নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া পীড়িতের দুই চক্ষুর মধ্যস্থলের কিছু নিম্নে
নাসিকার উপর বাঁধিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

وما محمد إلا رسول ۖ قد خلت من قبله الرسل ۖ أفائن مات
أو قتل انقلبتم ☆

(২) যাহার নাসিকা হইতে রক্ত বাহির হয়, তাহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া নিম্নোক্ত
আয়াত দুইটি পড়িবে;—

(১) إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۖ وَلَئِنْ
زَالَتَا إِنَّ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ☆
(২) وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَسْمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيْضُ
الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ☆

(১) “ইমাম্বাহা ইয়োমছেকোছ ছামাওয়াতে অল্ আরদা ۞ আন তাজ্জুলা অ-লায়েন জালাতা ইন আমছাকাহোমা মেনআহাদেন মিম্ বা’দিহি, ইয়াছ কানা হালিমান গাফুরা।

(২) “অ-কিলা ইয়া আরদোবলায়ি ۞ মা-য়াকে অ-ইয়া ছামায়ো আকলেয়ি অ-গিদাল ۞ মায়ো অ-কোদেয়াল ۞ আমরা অছতাওয়াৎ আ’লাল জুদীহিয়ে অ-কিলা বো’দাম্মেল কাওমেজ্জ জালেমিন।

তৎপরে বলিবে—

اے نکسیر بندھوجا بحکم واحد قہار عزیز جبار ☆

“আয় নেকছির, বান্দহোজা, বাহোকমে ওয়াহেদ, কাহ্‌হার, আজিজ। জাব্বার।”

৫১। আয়াতে-কোতাব

ফজর মগরেবে ১১ বার পড়িবে সে ব্যক্তি এবং তাহার পরিজন নিরাপদে থাকিবে। ১১ বার সরিষার তৈল পড়িয়া ফুক দিয়া জ্বেন দৈত্যগ্রস্ত রোগীর গাত্রে মর্দন করিলে উহার আছর দূরীভূত হইয়া যায়, কিন্তু প্রত্যহ একই সময় মর্দন করিবে।

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ
وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط
يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ ط يُخْفُونَ
فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ط يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
مَا قُتِلْنَا ههنا ط قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ
إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ط وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِي
قُلُوبِكُمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ☆

“ ছোয়া আছানা আ'লায়কুম মিন্ বা'সেল গাশ্মে আমানাতান নোয়াছাই ইয়াগশা ভায়েফাতাম - মিনকুম- অ-ভায়েফাতুন, কাদ্ আহাম্মাঃ ছম আনফোছাছম, ইয়াজুমুনা বিল্লাহে গায়রালহাক্কে জামাল জাহেলিইয়াতে, ইয়াকুলুনা হাল লানা মিনাল আমরে মিন শাহিয়ে কোল ইমাল আমরা কুল্লাছ লিল্লাহে, ইউখফুনা ফি আন ফুছেহেম মালা ইউদুনা লাক। ইয়াকুলুনা লাও কানা লানা মিনাল আমরে শাইয়োম মা কোতেলনা হাছনা। কোল লাও কুনতোম ফি বেহিউতেকোম লাবারা- জাল্লাজিনা কুতেবা আলায়হেমোল কাংলো ইলা মাদাজ্জিয় 'হিম অ- লিইয়াবতালিয়াল্লাহো মা ফি ছোদুরেকুম, অলেইউমাহহেছা মা ফি কোলুবেকুম, অল্লাহো আলিমোম বেজাতেছ ছোদুর।

৫২। চেহেল - কাফ

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيكَ وَكَفَاكَ كَفَاظُهَا كَغَمِينِ كَانَ
مِنْ كُلِّ تَكْرُكٍ كَرًّا كَكْرِ الْكَرْفِيِّ كَبِدٌ يَحْكِي مُشْكَشَكَةً كُلُّكُلِكَ
لَكَ كَفَاكَ مَا بِي كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتُهُ يَا كَوْكَبًا كَانَ يَحْكِي
كَوْكَبَ الْفَلَكِ ☆

“কাফাকা রাব্বোকা কাম ইয়াকফিকা ওয়াকফাতান কেফ'কা ফোহা কাকামিনেন কানা মিন কোলোকিন তাকেরো কারান কালারেল কারে ফি-কাবেদিন তাহকি মোশাকশাকাতান কালোকলোকেন লাকাক। কাফাকা মা-বি কাফাকাল কাফ্ফো কোরবাতাছ ইয়া কাওকাবান কানা ইয়াহ কি কাওকাবাল ফালাক।

ইহা তিনবার সরিষার তৈলে পড়িয়া ফুক দিয়া ছেন দৈত্যগ্রস্ত রোগীর গায়ে কিছু বেশী দিবস মালিশ করিলে ছেন দৈত্য দূরীভূত হইয়া যায় এবং পানিতে পড়িয়া ফুক দিয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোককে পান করাইলে সহজে সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

৫৩। স্বামী স্ত্রী মিল হইবার তদ্বীর

(১) স্বামী নারাজ হইলে নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়িয়া মিষ্টানের উপর ফুক দিয়া স্বামীকে খাওয়াইলে স্বামী রাজি হইয়া যাইবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ☆

“অ-মেনানাছে মাইইয়াত্তাখেজো মেন-দুনিলাহে আন্দাদাঁই ইয়োহেবু নাহ্ম কাহোববিলাহ, অ-লাও তারাল্লাজিনা জালামু ইজ ইয়ারাওনাল আ'জাবা আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহে জামিয়াঁও আন্নাল্লাহা শাদিদোল আজাব।

(২) স্ত্রী পুরুষের মধ্যে মনোমালিন্য হইলে নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া মিষ্টানে ফুক দিয়া খাওয়াইবে, ইহাতে মনোমালিন্য দূরীভূত হইয়া যাইবে।

আয়াতটি এই;—

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ☆

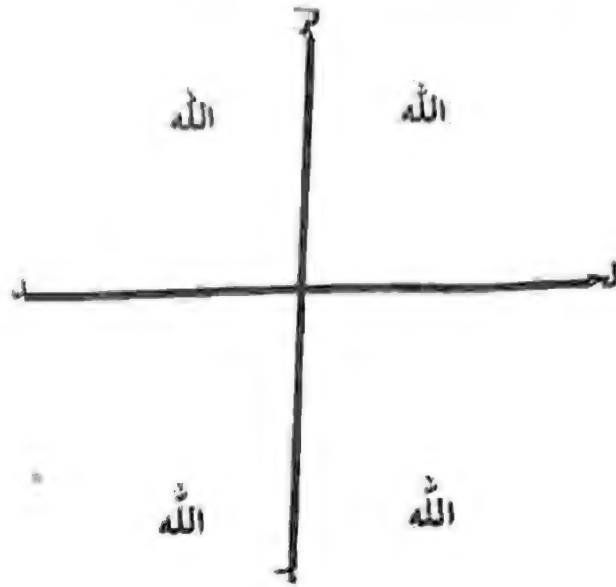
“ইয়োহেব্বোহোমা অ-ইয়োহেব্বুনাহ আজেল্লাতেন আলাল মো'মেনিনা আয়েজ্জাতেন আলাল কাফেরিন।”

৫৪। বিচ্ছেদ ঘটাইবার তদ্বীর

যদি কোন স্বামী বেশ্যার প্রেমে আসক্ত হইয়া নিজের স্ত্রী হইতে বিমুখ হয়, এক্ষেত্রে স্বামী ও বেশ্যার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে ইচ্ছা করিলে—

☆ وَالْقِيَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ☆

এই আয়াতটি ভোজ পাত্রের উপর লিখিয়া উহার নীচে এই নকশা লিখিবে;—



উক্ত নক্শার নীচে লিখিবে—

درمیان فلان و فلانه کے تفریق واقع ہوں

ফোলানা স্থানে সেই পুরুষের নাম এবং ফোলানা স্থলে বেশ্যার নাম লিখিবে। উপরোক্ত তাবিজ মাদুলিতে পুরিয়া দুইটি পুরাতন কবরের মধ্যে দফন করিবে। সাবধান। এই তদবীর যেন অযথা স্থলে না করা হয়। নচেৎ মহা গোনাহগার হইবে।

৫৫। পালাজুরের তদবীর

১। তিনটি অশ্বথের পত্রে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় লিখিবে এবং এক এক পত্র এক এক দিবস চাটিয়া খাইতে দিবে, খোদার মজ্জিতে ভাল হইবে।

كَهَيِّ قَصْرَ حَمَّ عَسَق

অমুসলমান হইলে নিম্নোক্ত দোয়া লিখিয়া দিবে :-

الاسلام حق والكفر باطل

الاسلام نور والكفر ظلمة

(২) ধুনিত তুলা দুই ভাগ এরূপ পরিমাণে লইবে যাহা আতর মিশ্রিত তুলার ন্যায় দুই কানে রাখা যাইতে পারে। এক ভাগের উপর সাতবার ছুরা ফাতেহা

পড়িয়া এবং দ্বিতীয় ভাগের উপর ৬ বার ছুঁয়া ফতেহা পড়িয়া ফুক দিবে। ইহার অগ্র-পশ্চাত তিন তিনবার দরুদ পড়িয়া লইবে। উক্ত দুই ভাগ তুলা জুরের পালার অগ্রে দুই কানে রাখিবে, আল্লাহতায়ালা মর্জিতে জুর বন্ধ হইয়া যাইবে। জুর বন্ধ হইলে মিষ্ট রুটি আল্লাহতায়ালা নামে একজন ক্ষুধার্তকে খাওয়াইবে।

৫৬। অর্শরোগের (বাওয়াছিরের) তদবীর

নিম্নোক্ত দোয়াটি সোমবার কিম্বা জোমার দিবস লিখিয়া মোমজামার মধ্যে করিয়া কোমরে বাঁধিয়া দিবে, আল্লাহতায়ালা মর্জিতে উহা ভাল হইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم - يا رحيم كل صريخ و مكروب

يا رحيم و صلى الله على خير خلقه محمد و اصحابه اجمعين ☆

৫৭। স্মরণশক্তি ও বুঝবার শক্তি বেশি হওয়ার তদবীর

১। সাত রবিবার সাতখানা কাগজে লিখিয়া এক এক রবিবারে এক একখানা

الله لا اله الا هو الحي القيوم

কাগজে লিখিয়া গিলিয়া ফেলিবে, দ্বিতীয় রবিবারে رسالته

المص كهيعص طه

তৃতীয় রবিবারে الله لطيف بعباده

চতুর্থ রবিবারে طسم - طس - المر

পঞ্চম রবিবারে يس حمعسق حم

ষষ্ঠ রবিবারে

এবং

ص ق ن انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون

রবিবারে লিখিয়া গিলিয়া ফেলিবে।

২। কলবি বলিয়াছেন, আমার একটি পুত্র কোরআন পড়িয়া ভুলিয়া যাইত,

এক দিবস আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, যেন কেহ বলিতেছে যে, নিম্নোক্ত কয়েকটি

আয়ত বাসনে জমজমের পানি দ্বারা লিখিয়া তোমার পুত্রকে পান করাও কোরআন শরীফ তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইবে। আয়াতটি এই—

☆ (১) الرحمن لا علم القرآن ، خلق الانسان لا علمه البيان

الشمس والقمر بحسبان

(২) لا تحرك به لسانك لتعجل به ، ان علينا جمعه و

قرائنه ، فاذا قرانہ فاتبع قرائنه ، ثم ان علينا بيانه ط

(৩) بل هو قرآن مجيد ، في لوح محفوظ

৩। যে ব্যক্তির পক্ষে কোরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করা কষ্টকর হয়, তাহাকে ছুরা আলাম-নাশরাহ্লাক লিখিয়া ধৌত করিয়া পান করাইবে, খোদার মজ্জিতে উহা তাহার পক্ষে সহজ হইয়া যাইবে।

৪। ছুরা বাকারের শেষ কয়েক আয়াত **امن الرسول** হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাক বাসনে কালিতে লিখিয়া একপ মিষ্ট কুণ্ডার পানি দ্বার ধৌত করিবে- যাহার মধ্যে রৌদ্র প্রবেশ না করে, খালি পেটে পান করিবে, ইহাতে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

৫৮। জৈন দৈত্য দফার তদ্বীর

(১) ৪০ বার চেহেল কাফ ও ৭,৯, বিম্বা ১১ বার ছুরা জৈনের **فرادوهم رهقا** পর্য্যন্ত পড়িয়া সরিষার তৈলে ফুক দিয়া রোগীর কর্ণে ঢালিয়া দিলে, জৈন দৈত্য পলায়ন করিবে।

☆ (২) ولقد فتنا سليمان و القينا على كرسيه جسدا ثم انا ب

লিখিয়া জৈনগ্রন্থ রোগীর সম্মুখে ধরিলে জৈন পলায়ন করিবে।

(৩) নিম্নোক্ত নকশা উক্ত রোগীকে দেখাইলে জৈন পলায়ন করিয়া থাকে।

حضرت سید احمد سرہ العزیز صاحب کی چتھی۔

بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العلمين و الصلوة

والسلام على رسوله و اله و اصحابه اجمعين۔ اما بعد حمد و

نعت کے فقیر محمد ابوبکر کی طرف سے اگر مسلمان ہو تو

بعد السلام علیکم کے ارو نہیں تو یوں ہی معلوم کرے کہ

جناب حضرت سید احمدؒ کو امام زمانہ کا برحق اور فقیران

کے تابعداروں میں ہے اگر سچ جانتے ہو اس واقعہ کو دیکھتے

ہی رخصت ہو جاؤ زیادہ والسلام و علی من التبع الہدی۔ یا ایہا

الجان علیکم عہد داؤد و سلیمان علیہما السلام ☆

(৪) সম্পূর্ণ ছুরা জ্বেন, আছমায় হোছনা (আল্লাহ তায়ালা ৯৯ নাম) ও হেরজে আবুদ জানা থাকিলে লিখিয়া রোগীর হাতে বা গলায় দিলে, আর জ্বেন দৈত্য আছর করিতে পারিবে না।

৫৯। প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ

(১) শোরা চূর্ণ তিন রতি, হেলেঞ্চার রস ৩ তোলা ও অল্প গরম গরুর দুধ এক পোয়া এক সপ্তাহ খাইতে হইবে। লঙ্কার মরিচ নিষিদ্ধ।

(২) ফিটকিরি, যবক্ষার ও চিনি প্রত্যেকটি ৪ রতি পরিমাণ লইয়া তিন পোয়া পানিতে মিশ্রিত করিয়া এক কাচা পরিমাণ দিবসে তিনবার সেবন করিবে।

৬০। রক্ত আমাশায় ও আমাশার তদ্বীর

ফিটকিরি সিকি ওজুন, বিলাতি সোডা সিকি ওজুন এক ছটাক পানিতে মিশাইয়া প্রত্যেক সকাল ও বিকাল দুইবার খাইবে।

দশ বৎসরের বালক বালিকা হইলে অর্দ্ধমাত্রা, শিশু হইলে সিকি মাত্রা সেবন করাইবে।

৬১। ধাতু নির্গত হওয়া নিবারণ

শ্বেত ধূপ (ধুনা) আধ তোলা, মিসরি চূর্ণ আধ তোলা ও গোদুগ্ধ এক পোয়া এক বেলার ঔষধ, এইরূপ কিছু দিবস ব্যবহার করিবে।

৬২। মূত্রথলীর দুর্বলতা নিবারণ

খোরাছানি জোয়ান আধ তোলা

তিলের শাস আধ তোলা

ইক্ষু গুড় আধ তোলা

দেড় তোলাতে ৭টা বটিকা করিয়া খাইবে।

৬৩। পিত্তদোষে বিছানায় প্রস্রাব করিলে উহার তদ্বীর জঙ্গী হরিতকি চূর্ণ করিয়া লবণের সহিত প্রত্যহ খাইবে।

৬৪। বহুমূত্রের ঔষধ

(১) পাকা কাঠালি কলা ১টা আমলকির রস ১ তোলা মধু চারি মাশা, চিনি চার মাশা ও দুধ এক পোয়া একত্রে করিয়া সেবন করিবে।

(২) কচি তালের মূলের রস কিম্বা খেজুরের মূলের রস কাঁটালি কলা ও দুধ সহ প্রাতঃকালে সেবন করিবে।

৬৫। পাগলা কুকুর ও শৃগাল দংশনের তদ্বীর

কলমি শাকের গিরা ৭টা, আম পাতা, ৭টা মরিচ ৭টা গোল মরিচ ২/৫ টা সামান্য পশমি বানাত এক টুকরা পিশিয়া একত্র করিয়া ১৪ দিন সকালে খাইবে।

সমাপ্ত